দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ড. ইউনূসের শিক্ষাজীবন

চট্টগ্রাম শহরের পুরোনো বাণিজ্যিক এলাকার বক্সিরহাট রোডের ছোট দোতলা ২০ নম্বর (বর্তমানে ৩৫০ বক্সিরহাট) বাড়িতেই ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ছেলেবেলা কেটেছে। চৌদ্দজন ভাইবোনদের মধ্যে পাঁচ ভাইবোন পিতৃ কালেই মারা যায়। এত বড় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার ফলে খুব অল্প বয়সেই অনেক ভার এসে পড়ে ইউনূস এর উপর। এর পরও আর দশটি ছেলের মত বেড়ে ওঠেন তিনি। তবে বই পড়ার নেশা ছিল প্রচন্ড। রহস্য রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা কাহিনীর বই গুলোর প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। মাত্র ১২ বছর বয়সেই তিনি গোটা এক রহস্য কাহিনী লিখে ফেলেছিলেন।

স্কুল জীবন : তাঁর পিতা জীবনের ইতিহাসটি বাথুয়া গ্রামের মহাজন হাইস্কুল। দু'বছর গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনার পর তাঁর পিতা হাজি দুলামিয়া তাঁকে নিয়ে এলেন চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে। নিগ্রহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশে একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন তাঁকে। স্কুলটির নাম লামার বাজার হাইস্কুল। সেখান থেকে পঞ্চমে বৃত্তি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডে প্রথম হন। এর পর তাঁর বাবা মুসলিম হাইস্কুলে ভর্তি করাতে চাইলেও শিক্ষকদের পরামর্শে ভর্তি হন কলেজিয়েট স্কুলে।

কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস সেভেন পড়ার সময়ই মুহাম্মদ ইউনূস হাউকিংয়ে যোগ দিলেন। হাউকিং তাঁর ভাল লাগতো। অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার পর তিনি করাচিতে গেলেন পাকিস্তানের জাম্বুরিতে যোগ দিতে। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। ২৭০ জনের সঙ্গে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। ট্রেনে করেই সারা পাকিস্তান তাদের ঘুরে দেখানো হয়েছিল। তাদের দেখানো হলো ইতিহাসের বিখ্যাত হরপ্পা-মহেঞ্জদারোসহ নানা জায়গা। মেট্রিকে ক্যাপ্ট করেছিলেন তিনি। তৎকালীন সময়ে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৯ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে থেকে তিনি ১৬তম স্থান অধিকার করেছিলেন। তবে মজার ব্যাপার আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা ফল বের হওয়ার আগেই বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যান তিনি। জাম্বুরিতে গিয়ে তিনি দেখবেন নায়াগ্রা জলপ্রপাত। কারণ জাম্বুরির কাছেই ছিল জলপ্রপাত। বাবাকে তিনি জানালেন এই সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে রাজী নন। বাবাও রাজী হয়ে গেলেন ছেলের কথায়। পাকিস্তান দলটিতে মোট ছিল ২৭ জন স্কাউট। এর মধ্য পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে থেকে নেয়া হয়েছিল তিন জনকে। আর সেই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস। করাচিতে একত্র হয়ে সেখান থেকে বিমানে করে ইংল্যান্ড। এরপর জাহাজে করে নিউইয়র্ক। তখন মুহাম্মদ ইউনূসের বয়স মাত্র ১৫বছর। জাহাজে করে তাদের যেতে সময় লেগেছিল পনের দিন। নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রথম পাতায় তাদের ছবি ছাপা হয়েছিল। কানাডায় গিয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাতই শুধু দেখেনি মুহাম্মদ ইউনূস,সেখান থেকে লন্ডনে ফেরার সময় জার্মানির ফরওয়ান্ড গাড়ির কারখানা দেখলেন। এ ভ্রমণে মুহাম্মদ ইউনূস যুগোস্লাভিয়া, হল্যান্ড,জার্মানী, পোল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, গ্রিস, তুরস্ক, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি দেশ দেখেছিলেন। আর এ ভ্রমণ শেষ হয়েছিল করাচিতে এসে। এর পর ড.মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে ফিরে এসে তাঁর তিন সহযোগীকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন ভারতে। ভারতে গিয়ে দিল্লি,আগ্রা,ও কলকাতায় কাটিয়েছিলেন বেশ কিছু দিন।

কলেজ জীবন : স্কুলের বাধ্যতা সময় পেরিয়ে ইউনূস ভর্তি হলেন চট্টগ্রাম কলেজে। পাহাড়ে ঘেরা এই কলেজের মায়াময় পরিবেশে জড়িয়ে গিয়েছিলেন নানান ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে। অভিনয়ের জন্য পেয়েছিলেন সু-খ্যাতি। কেবল নাটক অভিনয় করেই ক্ষান্ত হননি তিনি,পত্রিকাও বের করেছিলেন। যার নাম ছিল দু'পাতা। পত্রিকাটি পূর্ণ ভার ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি। পাশাপাশি কলেজে পড়াকালীন সময় তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদী পত্রিকায় কলাম লিখতেন। কলামটির নাম ছিল হিংটিংছট।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন : চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে আসেন ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স করেন। তিনি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহানের গবেষণা সহকারী হিসেবে পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতির ভাগ বন্টন কি হবে না হবে তার উপর কিছু কাজ তিনি করেছিলেন। অবশ্য এর মধ্যেই তিনি আমেরিকার ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে তিনি ডক্টরেট সম্পন্ন করে টেনিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর মধ্যে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি বাংলাদেশে সিটিজেন কমিটি গঠন করে বাংলাদেশের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলেন। সেখানে তিনি (ওয়াশিংটনে) বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার বা তথ্যকেন্দ্র খোলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

❑ রাবেয়া